হুগলি জেলা জুড়ে বিজেপির থানা ঘেরাও ও অবস্থান কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি যুব মোর্চার ডাকে কাঁথি থেকে কোচবিহার পর্যন্ত যে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল সেই র‍্যালিতে পুলিশ ও তৃণমূলের যৌথ আক্রমণের অভিযোগ তুলে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক দিয়ে শনিবার রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন থানায় বিক্ষোভ, অবরোধ ও ঘেরাও কর্মসূচী পালন করল বিজেপি। হুগলি জেলা জুড়েও বিভিন্ন থানা এলাকায় এই কর্মসূচী পালিত হয়। আরামবাগ ও খানাকুল থানাতেও এদিন বিজেপি কর্মীরা উপস্থিত হয়ে এই কর্মসূচীতে অংশ নেন। আরামবাগে নেতৃত্ব দেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য অসিত কুণ্ডু, শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন বাগ ছাড়াও সুমন তেওয়ারী, অরবিন্দ সমাজী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, হেমন্ত বাগ, কিংকর পাল ও অতনু চ্যাটার্জী প্রমুখ। খানাকুল হাজির ছিলেন বিকাশ দোলুই, সুব্রত রানা প্রমুখ। এদিন চাঁপদানি ফাঁড়িতে বিক্ষোভ কর্মসূচীতে হাজির ছিলেন শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তী, যুব মোর্চা সভাপতি কিষান সাউ, জেলার সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ জয়প্রকাশ মুখার্জী। শেওড়াফুলি ফাঁড়িতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার সভাপতি গীতা চক্রবর্তী। এছাড়া শ্রীরামপুর থানা ও উত্তরপাড়া থানাতেও বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে বিজেপি সূত্রে জানা গেছে।

আরামবাগ থানায় বিক্ষোভরত বিজেপি নেতা ও কর্মীরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে শুক্রবার রাতে হুগলির ভদ্রেশ্বর গেট বাজারের কাছে একটি ১০ চাকা লরির সঙ্গে চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে চার চাকা গাড়িটিতে থাকা চার জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। মৃতের নাম তারক সাউ (৫০)। এই ঘটনায় তিনজন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে তারক সাউয়ের স্ত্রী, শ্যালক ও এক ভাই রয়েছেন বলে জানান ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। জানা গেছে, এদের প্রত্যেকের বাড়ি হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে একটি চার চাকা গাড়ি শ্রীরামপুরের দিকে থেকে ভদ্রেশ্বরের গেটবাজারের দিকে আসছিল। অন্যদিকে লরিটি চুঁচুড়ার দিক থেকে ভদ্রেশ্বরের দিকে আসার সময় এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। দুটি গাড়িকে আটক করেছে পুলিশ। লরির চালক পলাতক। আহতদের কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ভদ্রেশ্বরের তেলেনিপাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

আবার আক্রান্ত যুব তৃণমূল কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর আবার আক্রমণের ঘটনা ঘটল। এই নিয়ে হুগলির আরামবাগ মহকুমায় গত এক মাসে বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মী জখম হলেন। বার বার পুলিশে অভিযোগ ও গ্রেফতারের পরেও আবারও আক্রমণের ঘটনায় বেজায় ক্ষুব্ধ যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁরা প্রশাসনের কাছে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের মলয়পুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব কেশবপুর গ্রামে। এদিন সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হয়েছেন পাঁচ যুব তৃণমূল কর্মী। আহতদের মধ্যে কাজি সওগাত ও কাজি আজিজকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় আহত কাজি এনায়েত হোসেন আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ২ ফেব্রুয়ারি রাজ্য যুব তৃণমূলের সম্মেলন আছে। তারই প্রস্তুতি স্বরূপ এদিন পূর্ব কেশবপুরে এক সভা থেকে তাঁরা ফিরছিলেন। তখন কাজি পাড়ার কাছে লাঠি ও রড নিয়ে একদল দুষ্কৃতী তাঁদের উপর আক্রমণ চালায়। তাঁদের চিৎকার শুনে আশেপাশের মানুষজন ছুটে এলে ওই দুষ্কৃতী দল পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গুরুতর জখম সওগাত ও আজিজকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সওগাতের মাথা ফেটেছে। মাথায় ৬টি সেলাই দিতে হয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে আহত কর্মীদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন হুগলি জেলা যুব তৃণমূল সম্পাদক সেখ শাহিদ ইমাম (মহারাজ)। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি ও সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু এভাবে দলীয় কর্মীদের দমিয়ে রাখা যাবে না। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দোষীদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছি। যদিও আরামবাগ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন নন্দী বলেন, ওখানে একটি ব্যক্তিগত অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। রাতের অন্ধকারে বাইরের কয়েকজন ওখানে তৃণমূলের নাম নিয়ে সভা করছিল। স্থানীয়দের প্রতিবাদে পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে দু'একজন জখম হয়েছে।

তারকেশ্বরে শুরু প্রকৃতি, ফুল, ফল মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বরে মহাসমারোহে শুরু হল তারকেশ্বর প্রকৃতি, ফুল, ফল, সব্জী মেলা। অঙ্কন প্রতিযোগিত এবং সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এই মেলায়। ১২ জানুয়ারি যুব দিবসের দিন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় এই মেলা। উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ দণ্ডীস্বামী সুরেশ্বর আশ্রম মোহন্ত মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি শান্তনু ব্যানার্জী, ছাত্র যুব জেলা সভাপতি গোপাল রায়সহ একাধিক নেতৃত্ব। এখানে জেলা ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গাছ নিয়ে এসে প্রতিযোগিতায় সামিল হন বহুমানুষ। এই ফল, ফুল, সব্জীর মেলা ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। মেলার আহ্বায়ক তথা তারকেশ্বর পৌরসভার উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু বলেন, এই মেলা ৬ বছরে পদার্পন করল। প্রত্যহ কয়েক হাজার মানুষ এই মেলা দেখতে আসেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা ও মুম্বাইয়ের নামি শিল্পীর সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজনীতির পাশাপাশি মেলা ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষকে কাছে আনতে হবে। জেলার এত বড় মেলা আর কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই। প্রকৃতি, ফুল, ফল, কৃষি মেলা আগামী দিনে আরও বড় করে করার জন্য তিনি তাঁর দপ্তর থেকে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য করবেন বলে জানান। তাছাড়াও মেলার উদ্বোধনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও দপ্তরের বিভিন্ন মন্ত্রীদের আনার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

সন্ধ্যাবেলায় দুষ্কৃতীদের খপ্পরে নাবালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ সন্ধ্যাবেলায় দোকানে কিছু কেনার জন্য বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ল বছর ১৬-র নাবালিকা। ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর থানার পৌরসভার ১৩নং ওয়ার্ডের কদমতলা এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে দাবি, ওই যুবতী যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন একটি মারুতি গাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। এক যুব নেমে তাকে জোরপূর্বক মারুতি তোলার চেষ্টা করে। দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তিও চলে। তার চিৎকারে স্থানীয় মানুষরা জোর হওয়ায় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে পালায় ওই যুবকটি। মেয়েটি রাস্তায় পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে চোট পায়। স্থানীয় মানুষ তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর দেওয়া হয় তারকেশ্বর থানায়। ওসি অমিত মিত্রের নেতৃত্বে শুরু হয় জোর তল্লাশি। অমিতবাবু নিজে এসে ওই যুবতীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তার পরিবারের পাশে থেকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবারের লোকেদের আশ্বাস্ত করা হয় যে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা হবে। ওই যুবতী এখন চিকিৎসাধীন।

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর মেলাতলা মাঠে শনিবার অনুষ্ঠিত হল ভগিনী নিবেদিতার শুভ আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসব ও ভক্ত সম্মেলন। বৈদিক শান্তি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে এদিন ভক্ত সম্মেলনের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্বামী শান্তিপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ। স্বাগত ভাষণ দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকনন্দজী মহারাজ, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শিবপ্রদানন্দজী মহারাজ। এই সম্মেলনে শ্রীমৎ ভগবত গীতা, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথিপাঠও ব্যাখ্যা করে শোনান রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীরা। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ জানান, বিগত কয়েক বছর ধরে এই ভক্ত সম্মেলনের আয়োজন করছি। বহু দূর দূরান্ত থেকে বহুগৃহী ভক্ত এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন।

নগর জীবিকা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়া ঃ হুগলির বাঁশবেড়িয়া পৌরসভাতে শনিবার বিবেক চেতনার পাশাপাশি ফুটবল খেলার মাঠে কেন্দ্রীয় সরকারের নগর জীবিকা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ফিতে কাটেন ও ফলক উন্মোচন করেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে। ছেলে মেয়েদের পাশাপাশি পুর এলাকার মানুষরা এখানে সুবিধা পাবেন বিভিন্ন বিষয়ে জানার। কারও বাড়িতে যদি কোনও কাজের লোক লাগে তাহলে এখানকার ফোন নম্বরে ফোন করলে পৌঁছে যাবে রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রনিক ও রঙমিস্ত্রিসহ অন্যান্য কাজের লোক। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান অরিজিতা শীল, সি আই সি অমিত ঘোষসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরা।

আধার কার্ড না হওয়ায় বৃদ্ধের পেনশন বন্ধের আশঙ্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ যন্ত্রে হাতের আঙুলের ছাপ উঠছে না যে কারণে আজ দীর্ঘ ৬ মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আধার কার্ড করাতে পারেননি হুগলির শ্রীরামপুর বটতলার বাসিন্দা ৬৭ বছরের বৃদ্ধ শিবশঙ্কর সাউ। আর এই আধার কার্ড না হওয়ার জন্যই মার্চের পর বন্ধ হতে চলেছে বৃদ্ধের সামান্য কটা টাকার পেনশন। দীর্ঘ চাকরি জীবনের শেষে অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ শিবশঙ্করবাবু বলেন, অবসরের পর থেকে তিনি মাসে মাসে ৭০৪ টাকা করে পেনশন পেতেন। শ্রীরামপুরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক থেকে তিনি পেনশনের টাকা তুলে আসছেন অবসরের পর থেকেই। সম্প্রতি মাস ছয়েক আগে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে জানানো হয় ব্যাঙ্কের পেনশন অ্যাকাউন্টের সাথে আধার লিঙ্ক না করলে আগামী দিনে তার পেনশন বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর থেকেই তিন বহু জায়গায় আধার কার্ড করার জন্য ছোটাছুটি করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ উঠছে না বলে তাঁর আধার কার্ড হয়নি। এদিকে ব্যাঙ্কও জানিয়ে দিয়েছে ৩১ মার্চের মধ্যে আধার লিঙ্ক করাতে হবে। নাহলে পেনশন বন্ধ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় শিবশঙ্করবাবু দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমাতে পারছেন না। বৃদ্ধের বক্তব্য, সারা মাসে ওই সমান্য কটা টাকাই তাঁর সম্বল। যদি সেটাও বন্ধ হয়ে যায় তবে এই বৃদ্ধ বয়সে এর থেকে যন্ত্রণা আর কিছু হতে পারে না। বৃদ্ধের ছেলে আনন্দ সাউ জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে শুরু করে বহু দপ্তরে বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সমস্যা কোনও সুরাহা হয়নি। তাই অবিলম্বে তাঁর বাবাকে এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন।

শনিবার চাঁদুর ফরেস্টে বিজেপির আরামবাগ পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে কচিকাঁচাদের নিয়ে বনভোজন।

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162/7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ●স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
☆ গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস্, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

আজ পৌষ সংক্রান্তি, গোঘাটে শুরু শাঁখারি মেলা

সৌম্যজিৎ নন্দী, গোঘাট

আজ পৌষ সংক্রান্তি। সারা বাংলা জুড়ে চলছে পিঠেপার্বন অনুষ্ঠান। বাঙালির বাড়িতে বাড়িতে নানাধরনের পিঠের স্বাদগ্রহণ চলছে। কিন্তু হুগলির গোঘাটের জগৎপুর গ্রামে আজই শুরু হচ্ছে দুদিনের শাঁখারি মেলা। এই মেলা পৌষ সংক্রান্তির দিন শুরু হলেও পিঠে পার্বনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এই মেলার পিছনে রয়েছে অন্য কাহিনী। এই গ্রামের একজন বৃদ্ধ তথা এই মেলা প্রাঙ্গনের নিকট সন্তোষী মায়ের মন্দিরের পূজারী সহদেব রাজপণ্ডিত জানালেন, তিনি ছোট থেকেই এই মেলা দেখে আসছেন। কিন্তু তখন এখানে মেলা হলেও এত ঘটা করে হত না। সকালে মেলা বসত আর সন্ধ্যায় শেষ হয়ে যেত। এখানে একটি ষড়ভুজা কালীমায়ের মন্দির আছে। তার পুজো দিয়ে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানান, নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জী এই কালীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদী। সহদেববাবু জানালেন, তিনি তাঁর দাদু-ঠাকুমার কাছে শুনেছেন যে ওই নদীর পাড়ে একদিন মা দুর্গা ষড়ভুজার রূপ নিয়ে বৈষ্ণবরূপী মহাদেবের কাছে থেকে এই পৌষ সংক্রান্তির দিন শাঁখা পরেছিলেন। পরে এই ঘটনা নীলকণ্ঠ চ্যাটার্জীকে স্বপ্নে মূর্তি স্থাপনের জন্য ওই দেবী আদেশ দিয়েছিলেন এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন মেলা অনুষ্ঠান করার জন্য বলেছিলেন। তারপর এই বংশেরই সন্তান শ্যামপদ চ্যাটার্জীর আমলে জগৎপুরে একবার কলেরা মহামারি দেখা দিয়েছিল। বহু মানুষ মারাও গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন এই মায়ের স্নানজল খেয়ে অনেকেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। তখন থেকে জগৎপুরের লোক এই দেবীমাকে জগৎতারিণী বলে ডাকতে শুরু করেন। তখন থেকে এই মা জাগ্রত মা রূপে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেন। শ্যামপদ চ্যাটার্জী এই দেবীর মায়ের মূর্তি জগৎপুরের মাঝে স্থাপন করেন। শোনা যায় এখানে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পথে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব ও মা সারদাদেবী এক রাত্রিযাপন করেছিলেন এই মন্দির প্রাঙ্গণে এরপর মায়ের মন্দির পাকা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বয়ং এই মায়ের মন্দির তৈরির উদ্যোগ নেন। তারপর গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় মায়ের পাকার মন্দির গড়ে ওঠে। আর তখন থেকেই এই মেলার জাঁকজমকতা বৃদ্ধি পায়। এখন এই মেলা ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পালিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন ষড়ভুজা কালীমা শাঁখা পরেছিলেন বলে এই মেলাকে শাঁখারির মেলা বলে সকলে জানেন। এই মেলার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল এই মেলাতে প্রচুর পরিমাণে ঘুড়ি এবং ঘুড়ির সরঞ্জাম পাওয়া যায়। এদিন এখানের আকাশে প্রচুর ঘুড়িকে উড়তে দেখা যায়। এই ঘুড়ি ওড়ানোকে কেন্দ্র করে আট থেকে আশি সকলে মেতে ওঠেন। এই ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসাহ এত বেশি যে ধারে পাশের ফসল জমিও নষ্ট করে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। তাই বর্তমানে ফসল জমিগুলিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও এই শাঁখারির মেলাতে প্রচুর পরিমাণে কাঠের জিনিস বিক্রি হয়। এই ষড়ভুজা দেবী মায়ের মন্দিরের পূজারী তথা নীলকণ্ঠবাবুর বংশধর বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) জানান, পৌষ সংক্রান্তির দিন ভোরে প্রায় ২০-২৫ হাজার মানুষ দ্বারকেশ্বরের তেমণিতে স্নান করেন। তাঁদের বিশ্বাস এই স্নান গঙ্গাসাগরে স্নানের পূর্ণতা লাভ করে। এখানের মেলাতে প্রায় ৩০-৩৫ হাজার ব্যক্তির সমাগম ঘটে। তিনি আরও জানান, যে প্রতি ১৪ বছর অন্তর এই ষড়ভুজা দেবী মূর্তির পরিবর্তন করা হয়।

এই মায়ের মূর্তির কাঠামো খড়ের পরিবর্তে কুশ দিয়ে বাঁধা হয়। এছাড়াও এই মূর্তির জন্য মাটি, জলের পরিবর্তে কারণ (সুরা) দিয়ে মাখা হয়। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন জগৎপুরে পুজো উপলক্ষ্যে শাঁখারির মেলা অনুষ্ঠিত হলেও জগৎপুরবাসীর পাশাপাশি চারপাশের এলাকাবাসীও এই মেলায় মেতে উঠেন।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
○MRI ○3D Multi Slice CT Scan ○Digital X-Ray ○Colour Doppler ○Ultrasonography ○Echocardiography 2DM Mode & colour ○Holter Monitor
○Endoscopy ○Colonoscopy ○EMG ○NCV ○EGG ○Pathology ○FNAC